সংবাদ

তারিখ ... 02 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

মা সাক্ষরতা অভিযান শুরু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নিরক্ষর মায়েদের সাক্ষর করে তুলতে শুরু হয়েছে মা সাক্ষরতা অভিযান। গতকাল থেকেই এ কার্যক্রম শুরু হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে চলতি বছরের মধ্যে ১ লাখ নিরক্ষর মাকে লেখাপড়ায় আগ্রহী করার মাধ্যমে সাক্ষরতার আওতায় আনা হবে। একই সঙ্গে প্রত্যেক মাকে বিনামূল্যে বই ও সহায়তা করা হবে। গতকাল রাজধানীর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ভবনে 'মায়ের পড়ালেখা' অভিযান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অভিযানের জন্য বিশেষভাবে প্রকাশিত 'মায়ের বই' শিরোনামের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশের ৫৩ দশমিক ৭০ শতাংশ নারী-পুরুষ সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ নারী উল্লেখ করে তারা বলেন, আমাদের দেশে নিরক্ষর মায়েদের জন্য তেমন কোন সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে না। অথচ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম পীঠস্থান তার পরিবার। শিশুরা মার সংস্পর্শেই সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে। সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বক্তারা বলেন, মায়েদের প্রতি আরও মনোযোগী হলেই শিশুদের শিক্ষার হার বাড়বে। এ সময় কন্যাশিশুর বাল্যবিয়ে ও অকালে মাতৃমৃত্যুর হার কমবে উল্লেখ করে বক্তারা সরকারের পাশাপাশি সমাজের সবস্তরের ব্যক্তিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এদিকে নিরক্ষর ও স্বল্পসাক্ষর মাকে শিক্ষিত করতে পারলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাবে বলে অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে পড়ালেখা না জানা এবং অল্প পড়ালেখা জানা নারীরা শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে সচেতন হয়ে সমাজে উদ্যোগী ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়। অভিযানের প্রথম পর্যায়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কার্যক্রমের কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে এবং বিনামূল্যে বই বিতরণ করবে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে এ কার্যক্রমে। পর্যায়ক্রমে এর পরিধি বাড়ানো হবে। অভিযানটি একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হবে বলে এ সময় আশা প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে ৪৬ জেলার আহ্ছানিয়া মিশনের ৫৬৯৭টি কেন্দ্রের মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের তদারকি করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।